بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

১৬ জুলাই ২০২১ তারিখের সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ চলছিল। তাঁর (রাঃ)'র খেলাফতকাল তেরো হিজরী থেকে তেইশ হিজরী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে দশবছর ব্যাপৃত ছিল। ঐ যুগে সংঘটিত বিজয়সমূহের ব্যাপকতার উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা শিবলী নো'মানী তাঁর পুস্তকে লিখেন, হযরত উমর (রাঃ)'র বিজিত অঞ্চলসমূহের মোট আয়তন ছিল বাঈশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল; যার মধ্যে সিরিয়া, মিসর, ইরান ও ইরাক, খুযিস্তান, আর্মেনিয়া, আযারবাইজান, পারস্য, কিরমান, খোরাসান ও মাকরান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হযরত উমর (রাঃ) শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রায় সবগুলো বিজয়ের সময়ই মুসলিম বাহিনীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর খিলাফতকালে কোন যুদ্ধেই নিয়মিতভাবে অংশ নেননি, তথাপিও মুসলিম সেনাপতিদের যাবতীয় নির্দেশনা তিনি মদীনা থেকে প্রেরণ করতেন। এমনও জানা যায় যে, মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদের সাথে হযরত উমর (রাঃ)'র প্রতিদিনই চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো; আর তাঁর চিঠিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী দেখে মনে হতো, মদীনাতে বসেও তিনি সেই অঞ্চলের সবকিছুই চাক্ষুস দেখছেন বা সেখানকার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তাঁর চোখের সামনেই রয়েছে। হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত উমর (রাঃ) বলতেন, 'আমি নামাযের মাঝেও আমার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করি।' অর্থাৎ নামাযের ভেতরেও তিনি মুসলিম বাহিনীর রণকৌশল নিয়ে উদ্বেগ থাকতেন এবং তাদের জন্য দোয়াও করতেন। বস্তুতঃ এ কারণেই সে যুগে চরম এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্তা'লার কৃপায় আমরা মুসলিম বাহিনীকে সর্বদা জয়ী হতে দেখতে পাই।

ইরাক ও ইরানের বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব লিখেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)'র খেলাফতকালে ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডারের দায়িত্ব ছিল হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রাঃ)'র হাতে। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শেষাংশে সিরিয়া অভিযানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ও সেই সৈন্যবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে যাওয়ার আদেশ দেন তথা ইরাকের জন্য হযরত মুসন্না বিন হারশাকে সেনাপতি করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ফলে, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর নিকট তাঁর (রাঃ)'র নির্দেশ পৌঁছাতে বিলম্ব হতে থাকে। অতঃপর হযরত মুসন্না নিজের অনুপস্থিতির স্থলাভিষিক্ত নায়েবের হাতে দায়িত্ব অর্পন করে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে এসে পৌঁছেন। এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)কে ডেকে এই ওসিয়্যত করেন যে, তাঁর নিজের মৃত্যুর পরে পরেই যেন, মুসলমানদের নিকট পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করানো হয় ও জেহাদের ডাক দিয়ে নতুন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে মুসন্নার দায়িত্বে ইরাকের যুদ্ধে পাঠানো হয়।

সুতরাং হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মৃত্যুর পর-পরই উনার নির্দেশানুযায়ী হযরত উমর (রাঃ) লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত সকলকে বোঝাতে থাকেন, জনসমাগমে নিজ বক্তৃতা জারী রাখেন। তথাপিও জনগণ, শক্তিধর ইরানের বৈভবের কাছে নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শঙ্কা প্রকাশ করতে থাকে। তাদের এই ধারণা ছিল যে যেহেতু হযরত খালেদ বিন ওলিদ (রাঃ) এসময় সিরিয়ার রণে গেছেন, তাই হযরত খালেদ বিন ওলিদ (রাঃ) ব্যতীত ইরাকের বিজয় সম্ভব নয়। অতঃপর চতুর্থ দিনে হযরত উমর (রাঃ)'র প্রভাবীয় যুক্তি ও বক্তব্যে জনগণের মনে নতুন করে শক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং হযরত উমরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইরাকের যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পাঁচহাজারের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ হিজরীতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাকে নামারিকের যুদ্ধ বা কাসকার যুদ্ধ নামে অবিহিত করা হয়। সে যুদ্ধের বিবরণ কিছুটা এরকম, ইরানের দরবারে পদাধিকারী ব্যক্তিত্ব এবং বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়াতে সেই সম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত ও প্রকট সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঠিক সে সময় সেখানে রুস্তম নামের একজন নতুন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। সমস্যা-শঙ্কুল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইরানী রাজদরবার সে ব্যক্তিকে রাতারাতি রাজ-ক্ষমতা হস্তান্তর করে। রুস্তম ছিল প্রকৃতপক্ষে একজন যোদ্ধা ও যুক্তিবাদী রাজনীতিবীদ ব্যক্তিত্ব। সে মুসলমান বিজিত অঞ্চলগুলিতে গুপ্তচর পাঠিয়ে বিদ্রোহ করার উস্কানী দেয়। এবং পরে পরেই শক্তিশালী সব সৈন্যদল মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জন্য পাঠাতে থাকে। যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত মুসান্না (রাঃ)কে বেশ কিছুটা পিছু হটতে হয়। রুস্তম দুই দিক থেকে বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। একদিকে জাবানের নেতৃত্বে নামারিক পর্যন্ত আগত বিশাল পারস্য বাহিনী। অন্যদিকে নার্সির নেতৃত্বে কাসকার-এ আগত বাহিনী। কাসকারের শহর বাগদাদ এবং বসরার মাঝে দজলা নামী নদীর পশ্চিম ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল। নামারিকের যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত হয় এবং জাবান মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, কিন্তু এখানে ইসলামী শিষ্টাচারের এক মহানতা জনমানসে প্রকাশ পায়, সেটা এরকম— জাবান যে কিনা পারস্যবাহিনীর নিকট রাজসম্মানে ভূষিত ছিল- যেহেতু তার পরিচয় অজানা ছিল তাই সে সাধারণ সৈন্যের মতই মুক্তিপণ দিয়ে চুপিসারে মুক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তার এ কৌশল ফাঁস হয়ে যায় ও সে পুনরায় যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হলে হযরত আবু উবায়ইদ-এর কাছে তাকে আনা হয় এবং তার প্রকৃত পরিচয় জানানো হয়। কিন্তু তবুও তিনি এই উদারতা প্রদর্শন করেন যে, ইতিপূর্বে যেহেতু তাকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তাই এবার তাকে বন্দী করে রাখা সমীচীন হবে না। অতঃপর তাকে পুনরায় মুক্তি দেয়া হয়। এখানে মুসলিম নীতির যে গুরুত্ব সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে **এমন অনৈতিক নীতি যা অবলম্বনে যুদ্ধের মত পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট লাভবান হওয়া যায়, মুসলমানরা কখনোই সেরূপ অনৈতিক নীতি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।**

সাকাতিয়ার যুদ্ধ ১৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। নামারিকে পরাজিত হয়ে পারস্য বাহিনী কাসকার পলায়ন করে। সেখানে তারা পূর্ব থেকেই উপস্থিত ইরানী কমাণ্ডার নার্সির নেতৃত্বে বিশাল বাহিনীর সহিত যুক্ত হয়। সাকাতিয়ার ময়দানে মুসলমানদের বাহিনীর সহিত ইরানী বাহিনীর ঘোর সংগ্রাম হয় অতঃপর আল্লাহ্তায়ালার ফযলে সে যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় হয়।

বারুসিমার যুদ্ধও ১৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এস্থানটি কাসকার ও সাকাতিয়ার মাঝে অবস্থিত। মুসলিম বাহিনীর সহিত পারস্য বাহিনীর প্রখ্যাত সেনাপতি জালিনুস এর যুদ্ধ হয় কিন্তু মুসলিম বাহিনীর হাতে সে করুণ পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। বসরা ও কূফার মধ্যবর্তী স্থানকে বাদীভূমি বলা হয়ে থাকে। অতঃপর এখানে বারোসামা এবং বাকুসিয়ান নামক স্থানে হযরত আবু উবায়দা পৌঁছালে ইরানী সৈন্যবাহিনীর সহিত আবারো মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানেও সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে ইরানী সেনার হার হয়।

ফোরাত নদীর দুই তীরে মুসলিম ও পারস্য বাহিনী সমবেত হলে ১৩ হিজরীতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাকে জিসর-এর যুদ্ধ নামে অবিহিত করা হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম

বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু উবায়দা সকফী (রাঃ) ও ইরানী বাহিনীর সেনাপতি ছিল বহমন জাযভি। এই যুদ্ধে মুসলমানদের দশ হাজার সৈন্যের বিপরীতে ইরানী বাহিনীতে ত্রিশ হাজার সৈন্য ও তিনশ' হাতি ছিল। দুই সৈন্যবাহিনীর মাঝে ফোরাত নদী থাকায়, নদীর উভয় তীরে দুই সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান থাকে। উভয়পক্ষের সম্মতিতে ফোরাত নদীর উপর একটি পুল বা সাঁকো নির্মিত হয়, যাকে জিসর পুল বলা হয়। আর এই জিসর পুলের নামের কারণে এই যুদ্ধ জিসরের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পুল তৈরী সম্পন্ন হলে হযরত আবু উবায়দার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী নদী পার হয়ে পারস্য সেনার উপর আক্রমণ করেন। প্রথমদিকে পারস্য বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়লেও তারা যখন হাতিগুলোকে এগিয়ে দেয় তখন মুসলমান বাহিনীর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে। হযরত আবু উবায়দা হাতিগুলোকে আক্রমণ করে হাতির শুঁড় কেটে দেন ও সেনাদেরকে হাতির শুঁড় কেটে দিতে বলেন। মুসলিম সেনারাও এভাবে একের পর এক হাতির শুঁড় কাটতে শুরু করেন। ঘমাষাণ ও ঘোর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবু উবায়েদ সহ আরও ছয়জন সেনাপতি শহিদ হয়ে যান। অষ্টম কমাণ্ডার হযরত মুসন্নাও ভীষণভাবে আহত হন। তিনি ফোরাত নদী পার হয়ে পুনরায় মুসলিম সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করে প্রেরণা দান করেন ও নিজের বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে পূনরায় জিসর পার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর চারহাজার সৈন্য শাহাদৎ বরণ করেন আর ইরানী ছয়হাজার সৈন্য মারা যায়। এই যুদ্ধে বিশাল সৈন্যনাশের ফলে যে পরাজয়, তাতে মদীনা ইরানী শক্তির সামনে কিভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে, এরূপ মতভেদের সৃষ্টি হতে থাকে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধের সামনে ইরানী কমাণ্ডার বহমন জাযভি ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) জিসর-এর যুদ্ধের ঘটনার কিছু বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, ইসলামী ইতিহাসে সবচাইতে বড় এবং ভয়াবহ যে হার মুসলমানদের হয়েছিল তা ছিল জিসর-এর যুদ্ধে। মুসলমানদের এই ক্ষতি এতটা ভয়ংকর ছিল যে, তার ভয়াবহতায় মদিনা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। হযরত উমর (রাঃ) মদীনাবাসীকে একত্রিত করে বলেন যে, এমূহুর্তে মদীনা ও ইরানের মাঝে কোন বাধা নাই। এসময় মদীনী পুরোপুরিভাবে অরক্ষিত এবং মনে হচ্ছে আসন্ন কিছুদিনের মধ্যেই শত্রু মদীনা আক্রমণ করতে পারে। এমতাবস্থায় উচিৎ যে আমি নিজেই কমাণ্ডারের কামান হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই। অন্যান্যরা সকলেই হযরত উমর (রাঃ)'র এরুপ সিদ্ধান্তের সমর্থনে ছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এ সিদ্ধান্তে বাধা দিয়ে বলেন যে, যদি খোদা না করে আপনার কিছু হয়ে যায় তাহলে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে আর তাদেরকে সংগঠিত করা সম্ভব হবে না। একারণেই আপনি স্বয়ং না গিয়ে অন্য কাউকে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া সমীচিন হবে। এ পরামর্শের পর হযরত উমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ) যিনি সিরিয়ায় রোমিওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন—— তাঁর নিকটে পত্র-সংবাদ প্রেরণ করেন যে, 'আপনি যত শীঘ্র পারেন এবং যতটা সম্ভব হয় সৈন্য পাঠিয়ে দিন, কেননা এমূহুর্তে মদীনা একেবারেই অরক্ষিত। আর এসময় যদি শত্রুদের বাধা না দেওয়া যায় তবে শত্রুবাহিনী মদীনা দখল করে ফেলবে।'

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) হযরত উমর (রাঃ)'র বর্ণনা আগেও অব্যাহত থাকার কথা বলে খুৎবার দ্বিতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত মরহুমীন ব্যক্তিগণের প্রশংসাসূচক উত্তম চরিত্রের হৃদয়গ্রাহী ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা করেন। হুযুর নামাযে জুম্মার পর মরহুমীনদের গায়েবানা নামায পড়ানোর ঘোষণা করেন।

মুকর্‌রম ফতহী আব্দুস্‌সালাম মুবারক সাহেব, যিনি মিসর জামাতের ছিলেন। তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মরহুমের পিতা প্রথমে নক্সবন্দী জামাভূক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি অষ্টআশী বৎসর বয়সে জামাতে আহমদীয়ার বয়আতের তৌফিক লাভ করেন। মরহুম ফতহী সাহেব দশ বৎসর বয়সে কুরআনের হাফিজ হয়েছিলেন। তিনি কাহিরা ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম তিনি জনাব মুস্তফা সাবিত সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের পরিচয় লাভ করেন। গভীর অধ্যয়ণ তথা গবেষণা করতঃ তিনি সন ২০০১ সালে হুজুর আলাইহিস্‌সালাম কে ঈমাম মাহদী রূপে স্বীকার করার সৌভাগ্যলাভ করেন। ফতহী সাহেব

অনেক প্রকার শৈক্ষিক সেবার সুযোগ লাভ করেছেন। বই পুস্তকাদির অনুবাদ করেন। এম.টি.এ. আল আরাবিয়ার অনেক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগলাভ করেন। দীর্ঘসময় যাবৎ তিনি স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী-তবলীগ ছিলেন। তিনি হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ), খেলাফতে আহমদীয়া তথা কাদিয়ান দারুল আমান-এর প্রতি সুগভীর আকর্ষণ ও ভালবাসা রাখতেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর প্রতি এলহাম হয়েছিল ঃ

يدعون لك ابدال الشام و عباد الله

"তোমার জন্য সিরিয়াবাসী ব্যক্তিরাও দোয়া করে তথা
তোমার জন্য আরববাসী খোদার বান্দারাও দোয়া করে।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন যে, 'জানিনা এর মর্ম কী, আর কবে এবং কিভাবেই বা খোদা এর প্রকাশ ঘটাবেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস্‌সবাব'। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমরা তো দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ায় আজ আরবের যেখানে যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানেই ফতহী সাহেবের মতই নিষ্ঠাবান আরব ব্যক্তিগণের প্রকাশ হচ্ছে।

এছাড়াও হুযুর আনোয়ার (আইঃ), কানাডার সেরোলিয়ান জামাতের ভূতপূর্ব ইঞ্চার্জ মুকররম খলীল মুবাশ্বির আহমদ সাহেবের স্ত্রী মুকর্‌রমা রাজিয়া বেগম সাহেবা, ডাঃ সুলতান মুবাশ্বির সাহেবের স্ত্রী মুকর্‌রমা সায়রা সুলতান সাহেবা, সিরিয়া নিবাসী মুকর্‌রমা গজবন আলম আজমানী সাহেবা প্রভৃতি মরহুমদীনদের প্রতি খোদাতায়ালা ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন বলে দোয়া ও মাগফিরাত করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

16 JULY 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.